ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

এআই দিয়ে ভক্তদের চমকে দিলেন অমিতাভ
পৃঃ ৫

ফিরেই রেকর্ডের পাতায় সালাহ
পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৫২ ● কলকাতা ● ১০ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

## সুকান্তকে আটক করল পুলিশ,

# সন্দেশখালি থানার সামনে থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হল

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** শাহজাহানকে গ্রেফতার না করা পর্যন্ত তিনি সন্দেশখালি থানার সামনে অবস্থানে থাকবেন। এমন হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর সুকান্ত মজুমদারকে ৫ মিনিটের সময় দিয়েছিল পুলিশ। বলা হয়েছিল থানার সামনে থেকে উঠে যেতে। সেই নির্দেশ না মানায় বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে আটক করে পুলিশ।আট দিন আগে সন্দেশখালি যেতে গিয়ে পুলিশি বাধার মুখে পড়েছিলেন সুকান্ত মজুমদার। টাকিতে তাঁকে আটকে দেওয়া হয়। সেখানে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সেই ঘটনার ৯ দিন পর বৃহস্পতিবার সন্দেশখালি যান বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তিনি যাওয়ার পর প্রথম দিকে সব ঠিক থাকলেও নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় সন্দেশখালিতে। শেষমেষ আটক হন বিজেপি সাংসদ। টেনে হিঁচড়ে থানার সামনে থেকে বিজেপি নেতাকে সরিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ।

প্রথমে মনে করা হয়েছিল সুকান্ত মজুমদারকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাবে পুলিশ। কিন্তু তেমন কিছু না করে তাঁকে থানার সামনে থেকে সোজা ফেরিঘাটের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর পুলিশি বোটে তোলা হয় সুকান্তকে। ফেরিঘাটের কাছেই সংবাদমাধ্যকে আটকে দেয় পুলিশ। জানা গেছে, নতুন করে আরও ৯ জায়গায় ১৪৪

এরপর ৩ পাতায়

## সন্দেশখালি সরগরম,

### গভীর রাতে বাইকে চেপে খুলনা ঘাটের দিকে রাজীব কুমার!

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** কারেন্ট নেই সন্দেশখালিতে। রাস্টায় রাস্তায় বিশাল পুলিশবাহিনী। ধামাখালি থেকে মালঞ্চ পুলিশ পিকেটে ভর্তি। বুধবার সেই দুপুর থেকে টানা সন্দেশখালিতে অ্যাকশন মোডে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। গভীর রাতে বাইক নিয়ে টহল দিতে দেখা গেছে তাঁকে।শেখ শাহজাহানের ডেরায় অভিযান চালাতে গিয়ে ৫ জানুয়ারি আক্রান্ত হয়েছিলেন ইডির অফিসাররা। সেই ঘটনার ৪৭ দিন পর সন্দেশখালিতে এসেছেন রাজীব কুমার। মূলত, নদী সংলগ্ন দ্বীপগুলিতে নজরদারি চালান তিনি। তারপর ফিরে আসেন বাংলোয়। রাত ১০টা নাগাদ ফের বের হন তিনি। টোটোয় করে এলাকা ঘোরেন। তাঁর সঙ্গে বাইকে চড়ে এলাকায় ঘোরাঘুরি করেন কয়েকজন পুলিশও। পুলিশকে গভীর রাত পর্যন্ত সক্রিয় ভূমিকায় দেখা

এরপর ৩ পাতায়

## 'একটা অফিসারের জন্য সরকারের মুখ পুড়বে কেন?'

# নবান্নের বৈঠকে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** একটা অফিসারের কাজের জন্য কেন সরকারের মুখ পুড়বে?" সরকারি অফিসারদের কাজ নিয়ে ফের ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আদিবাসী সংগঠন গুলোর সঙ্গে বৈঠক চলাকালীন একাধিক আধিকারিকদের কাজ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। লোকসভা ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে আদিবাসী সংগঠন। বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনগুলির সঙ্গে তাই আজ বৈঠকে বসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কুর্মিদের প্রতিনিধি-সহ একাধিক সংগঠন ছিল এই বৈঠকে। জঙ্গলমহল সফরের আগেই আদিবাসী সংগঠনগুলির সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক বিশেষ তাতপর্যপূর্ণ।তিনি বলেন, "কিছু অফিসার আছে যারা কাজ করে না সঠিক সময়ে।একটা অফিসারের জন্য কেন সরকারের মুখ পুড়বে? আমি কিন্তু অফিসারদের মূল্যায়ন করব। ২ বছর বাদে বদলি হয়ে যাবে, এই ভাবে অফিসাররা কাজ করলে হবে না। আমি কেন কথা শুনব অফিসারদের জন্য?" একাধিক অফিসারের কাজ নিয়ে মুখ্যসচিবকে উদ্দেশ্য করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অফিসারদের কাজের

এরপর ৩ পাতায়

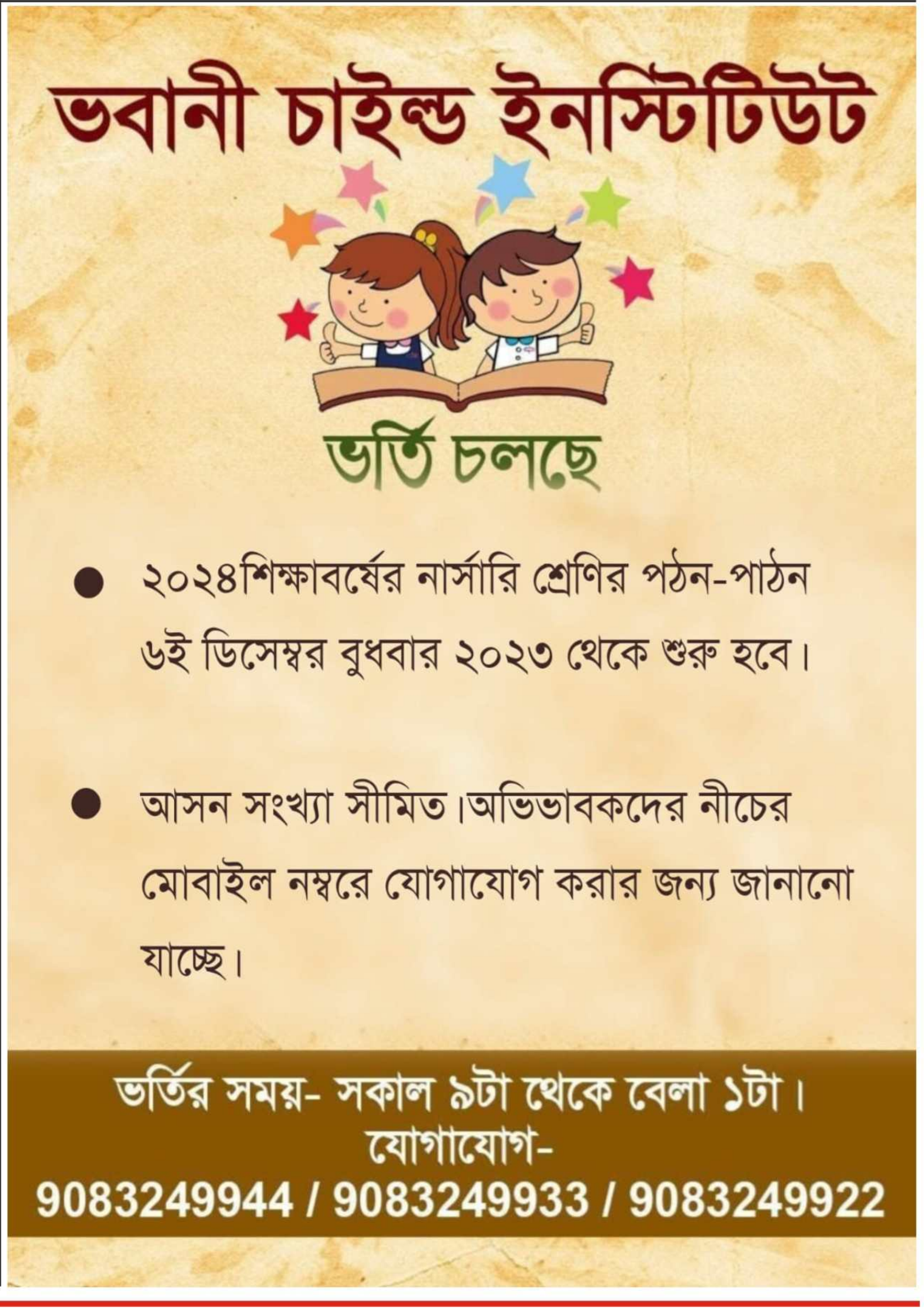

## শাহজাহানের ভাইয়ের নামে জমি দখলের অভিযোগ,

# নতুন করে অশান্তি সন্দেশখালিতে

**উত্তর ২৪ পরগনা: নিউজ সারাদিন :** এবার শাহজাহানের ভাইয়ের বিরুদ্ধেও জমি দখলের অভিযোগ সামনে এল। আর এই অভিযোগ ঘিরে ফের উত্তপ্ত হল সন্দেশখালি। ভেড়ি লাগোয়া একটি আলাঘরে আগুন লাগানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ।সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের বেরমজুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝুপখালি গ্রাম। অভিযোগ, কয়েক মাস আগে বেশ কয়েক বিঘা জমি বেআইনিভাবে দখল করে রেখেছিল শাসকদলের যুব নেতা শেখ আলমগীর। গ্রামবাসীরা এদিন সকাল থেকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এবং আলাঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। তাঁরা বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে আমাদের জমি দখল করে মেছোঘেরি করার চক্রান্ত করছিল আলমগীর। প্রচুর জমি বেআইনিভাবে দখলও করে নেয়। আমরা আমাদের জমি ফেরত চাই।" এই নিয়ে এদিন দুপুর থেকে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় ঝুপখালি গ্রামে।পুলিশ দেখে আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন গ্রামবাসীরা।অভিযোগ করতে থাকেন শাহজাহান একা নয়, তার ভাই আলমগীরও প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে এলাকার মানুষের জমি দখল করেছে। কৃষিজমি রাতারাতি পাল্টে ফেলেছে ভেড়িতে। এই আলমগীর গ্রেফতারের দাবিতেও সরব হন গ্রামের মানুষ।

দিন কয়েক আগেই এই আলমগীরই সংবাদমাধ্যমের সামনে আক্ষেপ করেছিলেন, শাহজাহান বেপাত্তা হওয়ার পর থেকেই পুলিশের ততপরতায় স্বাভাবিক জীবন ব্যহত হচ্ছে তাদের। সারাক্ষণ থাকতে হচ্ছে সিসিটিভির নজরদারিতে। বাড়িতে শান্তিতে খেতে ঘুমোতে পারছেন না তাঁরা। এই পরিস্থিতির বদল চেয়েছিলেন তিনি। সেই আলমগীর বিরুদ্ধেই এবার তেতে উঠল গ্রাম।

## অ্যাকশন গ্রাউন্ড জিরোয়!

# এবার সন্দেশখালি যাচ্ছেন অভিষেক, হবে বিরাট সভা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** গতকালই সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা তৃণমূলের শেখ শাহজাহানকে নিয়ে মুখ খুলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । আর এবার শোনা যাচ্ছে, সন্দেশখালি সফরে যাবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, আগামী ১০ মার্চের মধ্যে সন্দেশখালিতে সভা করবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। মঙ্গলবারই সন্দেশখালি গিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। শুক্রবার বসিরহাট যাচ্ছে রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার এক প্রতিনিধি দল। শেখ শাহাজাহানের গ্রেফতারির দাবিতে এবার ধরনা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এদিকে সন্দেশখালি নিয়ে তপ্ত আবহেই আগামী ৬ মার্চ রাজ্যে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উত্তর ২৪ পরগনারই বারাসতে সভা করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।শোনা যাচ্ছে, ঘনিষ্ঠমহলে তিনি বলেছেন, 'আদালত একবার পুলিশকে দায়িত্ব দিক। ১০ দিনের মধ্যে শেখ শাহাজাহান গ্রেফতার হবে'। অভিষেক আরও বলেন, 'শেখ শাহাজাহানকে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আদালত। সন্দেশখালিকাণ্ডে আদালত কখনও সিবিআই, কখনও ইডি আবার কখনও যৌথ দায়িত্ব দিচ্ছে। যেহেতু মামলাটি এখন ডিভিশন বেঞ্চে বিচারাধীন তাই আদালত রায় ঘোষণা না করা পর্যন্ত পুলিশ সঠিকভাবে তদন্ত করতে পারছে না। তবে আদালত পুলিশের হাতে দায়িত্ব দিলে ১০ দিনের মধ্যে শেখ শাহাজাহান গ্রেফতার হবে।'

প্রসঙ্গত, গত প্রায় চার সপ্তাহ ধরে বাংলার হটস্পট সন্দেশখালি। স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে লাগাতার অত্যাচারের অভিযোগ তুলে রাস্তায় নেমে পড়েন সন্দেশখালির মহিলারা। চলতি মাসের শুরুতেও দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সন্দেশখালি। বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন গ্রামের মা-বোনেরা। তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ এবং তার দুই ঘনিষ্ঠ নেতা শিবু হাজরা আর উত্তমের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগে জ্বলে ওঠে গোটা এলাকা।

ইতিমধ্যেই গণধর্ষণ, খুন সহ একাধিক অভিযোগে পুলিশের

এরপর ৩ পাতায়

## বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশেই

# আবাস যোজনায় বিরাট দুর্নীতি

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার দুর্নীতি বিরোধী বার্তা দিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত সংলাপ, 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা।' তথাপি গোড়ায় গলদ! খোদ বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় কোটি কোটি টাকার অভিযোগ উঠল। উল্লেখ্য, বাংলায় প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি তথা ক্ষমাতাসীন কেন্দ্রীয় সরকার। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে দফায় দফায় কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল পাঠানো হয়েছিল। ওই অভিযোগেই বন্ধ রাখা হয়েছে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য। যার বিরুদ্ধে সোচ্চার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আবহে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধীরা।বিরোধীরা

এরপর ৩ পাতায়

সকলের মঙ্গল কামনায় বৃহস্পতিবার সকালে তাঁরাপীঠ মন্দিরে পুজো দিলেন স্বামী পরমানন্দ গিরি মহারাজ জী

## ভারতের কূটনৈতিক জয়,

# নৌ সেনার কর্তাদের মুক্তি দিল কাতার

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** কাতারে বন্দি আট জন নৌ সৈনিককে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল কাতারের আদালত। সেই নির্দেশ নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে টানাপড়েন চলেছে। সোমবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ওই আট জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।কাতারে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া ওই আট আধিকারিক হলেন, ক্যাপ্টেন নভতেজ সিংহ গিল, ক্যাপ্টেন বীরেন্দ্র কুমার বর্মা, ক্যাপ্টেন সৌরভ বশিষ্ঠ, কমান্ডার অমিত নাগপাল, কমান্ডার পূর্ণেন্দু তিওয়ারি, কমান্ডার সুগুণাকর পাকালা, কমান্ডার সঞ্জীব গুপ্তা এবং নাবিক রাজেশ।

তাঁদের মধ্যে সাত জন ইতিমধ্যে দেশে ফিরেও এসেছেন। কাতারের এই সিদ্ধান্ত ভারতের পক্ষে কূটনৈতিক জয় হিসাবে দেখা হচ্ছে। সোমবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, "কাতারের সংস্থায় কর্মরত আট প্রাক্তন নৌ সেনা আধিকারিককে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাতার। আমরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। ওঁদের মধ্যে সাত জন ইতিমধ্যে দেশে ফিরেছেন।" গত ডিসেম্বরে ভারতীয় নৌ সৈনিকদের মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেছিল কাতারের আদালত। সাজা কমিয়ে তাঁদের কারাবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ভারত সরকারের তরফে কাতারের আদালতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সাজা পুনর্বিবেচনার আর্জি জানানো হয়। তার পরেই ওই আধিকারিকদের মুক্তির সিদ্ধান্ত নেয় কাতার।সাত আধিকারিক দিল্লিতে ফিরেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ছাড়া আজ আমাদের পক্ষে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হত না। ভারত সরকারের ক্রমাগত চেষ্টার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে।

## সন্দেশখালি থেকে সোজা নবান্নে পৌঁছে গিয়েছে

# রাজ্যপুলিশের ডিজি রাজীব কুমার

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** সন্দেশখালি থেকে ফিরেই সোজা নবান্নে পৌঁছে গিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। তাহলে কি মমতার নির্দেশেই তিনি সন্দেশখালি গিয়েছিলেন। এই নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। ডিজি সন্দেশখালিতে পা রাখতেই শাহজাহান শেখের গ্রেফতারি নিয়েও পারদ চড়ছে। কবে গ্রেফতার করা হবে শাহজাহান শেখকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।এদিকে সন্দেশখালি থেকে সোজা নবান্নে পৌঁছে গিয়েছে রাজ্যপুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। তাহলে কি পুলিশমন্ত্রীর নির্দেশেই তিনি সন্দেশখালিতে গিয়েছিলেন। শাহজাহান শেখ কোথায় আছেন সেটা কি কারোর গ্রিন সিগনালের অপেক্ষায় রয়েছে। এই ধরনের জল্পনা শুরু হয়েছে। এদিকে ডিজি সন্দেশখালি ছাড়ার পরেই কমব্যাট ফোর্স পৌঁছে গিয়েছে সেখানে। উত্তেজনা চরমে উঠেছে সন্দেশখালিতে।৪৯ হয়ে গেল এখনও অধরা শাহজাহান শেখ। বিজেপি দাবি করেছে পুলিশের কাছেই রয়েছে শাহজাহান শেখ। বিশেষ একজনের গ্রিন সিগনাল পেলেই তাঁকে গ্রেফতার দেখানো হবে। তবে রাজ্য পুলিশের ডিজি সন্দেশখালি ছাড়ার আগে শাহজাহান শেখকে নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যাঁরা আইন হাতে নিয়েছে তাঁদের সকলকে গ্রেফতার করা হবে।

সন্দেশখালিতে গতকাল রাতে লঞ্চে করে একাধিক দ্বীপের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেছেন ডিজি রাজীব কুমার। তারপরে রাতেই সন্দেশখালির একাধিক গ্রামে ঘুরে ঘুরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন ডিজি। গ্রামবাসীদের কাছে তিনি আর্জি জানিয়েছেন কোনও অভিযোগ থাকলে যেন জানানো হয় পুলিশকে। নিজেরা যেন হাতে আইন তুলে না নেন। সন্দেশখালিতে শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে মাঠ দখলের অভিযোগ উঠেছিল। রাতেই ডিজির উপস্থিতিতে সেই মাঠের জরিপ করা হয়। সকালে সেই মাঠের তালা ভেঙে গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মাঠের পাঁচিল থেকে মুছে ফেলা হয়েছে শাহজাহান শেখের নাম।

সন্দেশখালিতে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের সঙ্গেও কথা বলেছেন ডিজি। সেই সঙ্গে এডিজি সাউথ বেঙ্গলের সঙ্গেও সকালে বৈঠক করেন তিনি। তারপরেই তিনি সন্দেশখালি ছাড়েন। সন্দেশখালি ছাড়ার আগে ডিজির মুখে ছিল শাহজাহান শেখের নাম। তিনি বলেছেন যাঁরা আইন ভেঙেছেন তাঁদের সকলকে গ্রেফতার করা হবে। গ্রামবাসীরা যেন আইন হাতে তুলে না নেন। হঠাত করে সন্দেশখালিতে ডিজির উপস্থিতি জল্পনা বাড়িয়েছে। মনে করা হচ্ছে এবার শাহজাহান শেখের গ্রেফতারি হয়তো সময়ের অপেক্ষা।

কিন্তু ৪৯ দিন ধরে অধরা মূল অভিযুক্ত। পুলিশ কেন গ্রেফতার করছে না শাহজাহান শেখকে। কেন দ্বীপগুলি পরিদর্শন করলেন শাহজাহান শেখ। ইডির উপর হামলার পর

এরপর ৩ পাতায়

২ পাতার পর

## বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশেই আবাস যোজনায় বিরাট দুর্নীতি

নয়, অভিযোগ খোদ সিএজির রিপোর্টেই। কী বলা হয়েছে ওই রিপোর্টে?

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিএজি রিপোর্টে বলা হয়েছে,রাজ্যের বিজেপি সরকার কমপক্ষে দেড় হাজার 'অযোগ্য' ব্যক্তিকে নিয়ম ভেঙে সুবিধা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় 'বেআইনি' ভাবে ১৫ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। তফসিলি জাতি-জনজাতিদের ক্ষেত্রে আরও ৮,০০০ জনকে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ৮ ফেব্রুয়ারি মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, আবাস যোজনার দুর্নীতিতে অভিযুক্ত অতীতের কংগ্রেস সরকারও। ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় সে রাজ্যে মোট ২৪ হাজার ৭২৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। যদিও ৬৪টি ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি দু'বার এবং ৯৮টি ক্ষেত্রে একই পরিবারের দুই পৃথক ব্যক্তি নিয়ম ভেঙে প্রকল্পের অর্থ পেয়েছেন বলে সিএজি-র রিপোর্টে বলা হয়েছে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রায় দেড় বছর মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। বাকি সময়ে বিজেপি।

## হীরানন্দানিদের মুম্বইয়ের দফতরে ইডির হানা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** হীরানন্দানি গ্রুপের অফিসে তল্লাশি শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার কিছুটা পরে হীরানন্দানিদের মুম্বইয়ের দফতরে তল্লাশি শুরু করেছে ইডি। বিদেশে মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনে এই তল্লাশি চলছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, হীরানন্দানিদের দফতর ছাড়াও আরও কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চলছে।মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ব্যবসায়ী দর্শন হীরানন্দানির কাছ থেকে উপহার ও টাকা নিয়ে সংসদে শিল্পপতি গৌতম আদানির সংস্থার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেই প্রশ্নে তিনি আদানির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও। সাংসদের লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ডও মহুয়া দর্শনকে (অথবা তাঁর অফিসকে) দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ছিল বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের। একই অভিযোগ করেছিলেন মহুয়ার প্রাক্তন বান্ধব আইনজীবী জয় অনন্ত দেহাদ্রাই। অভিযোগ ওঠার পরে মহুয়া জানিয়েছিলেন, বন্ধু দর্শনকে তিনি আইডি, পাসওয়ার্ড দিয়েছিলেন শুধুমাত্র তাঁর প্রশ্নগুলি 'টাইপ' করে দেওয়ার জন্য। কৃষ্ণনগরের বহিষ্কৃত সাংসদ এমনও দাবি করেছিলেন যে, ওই সংক্রান্ত কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম বা বিধি নেই। অনেক সাংসদই এ ভাবে অন্যের কাছে তাঁদের লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে থাকেন। সেটা শুধুমাত্র কাজের সুবিধার জন্য। তবে হীরানন্দানিদের অফিসে ইডির তল্লাশি নিশ্চিত ভাবেই বিষয়টিতে আবার অন্য মাত্রা যোগ করল। এই তল্লাশির জল কোথায় গড়ায় সেটাই দেখার।বস্তুত, এই আইনেই গত সপ্তাহে তৃণমূলের বহিষ্কৃত সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে ইডি নোটিস পাঠিয়েছিল। যদিও মহুয়া দাবি করেছিলেন, তিনি কোনও নোটিস পাননি। হাজিরাও দেননি। পরে পাল্টা একটি আইনি চিঠি পাঠান ইডিকে। ঘটনাক্রম দেখে অনেকের বক্তব্য, মহুয়ার মামলার সূত্রেই বৃহস্পতিবারের তল্লাশি শুরু হয়েছে। তবে ইডির তরফে এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। ইডি আবার মহুয়াকে নোটিস পাঠিয়েছে বলেই তদন্তকারী সংস্থার একটি সূত্রে দাবি করা হয়েছে। এখন দেখার, মহুয়া এ বার হাজিরা দেন কি না। তার মধ্যেই হীরানন্দানি গ্রুপের দফতরে ইডির তল্লাশি। গত ডিসেম্বরে লোকসভার সাংসদ পদ থেকে বহিষ্কার করা হয় মহুয়াকে। 'ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন'কাণ্ডে মহুয়াকে বহিষ্কারের সুপারিশ করেছিল লোকসভার এথিক্স কমিটি। ৪৯৫ পৃষ্ঠার রিপোর্ট জমা দিয়েছিল তারা। ওই রিপোর্ট পড়ে দেখার জন্য সময় চেয়েছিল তৃণমূল। কংগ্রেস এবং অন্য বিরোধী দলগুলির তরফেও স্পিকারের কাছে সময় চেয়ে জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু স্পিকার ওম বিড়লা তা নাকচ করে দিয়েছিলেন। বহিষ্কারের পর মহুয়া জানিয়েছিলেন, তিনি এই ঘটনার শেষ দেখে ছাড়বেন! আগামী ৩০ বছর লোকসভার ভিতরে এবং বাইরে লড়াই করবেন। বহিষ্কারের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। সেখানে এখনও মামলাটি বিচারাধীন।

## ফুরিয়ে আসছে হাতিয়ার, ইউক্রেন যুদ্ধে বিশ বাঁও জলে রাশিয়া?

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** তৃতীয় বছরে পা রাখতে চলেছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। জারি রয়েছে মৃত্যুমিছিল। রুশবাহিনীর প্রতিটা মারের কড়া জবাব দিচ্ছে ইউক্রেনীয় ফৌজ। এবার নাকি বড়সড় বিপাকে পড়েছে মস্কো। কমছে সেনার সংখ্যা। ঘাটতি দেখা দিয়েছে গোলাবারুদ-সহ বিভিন্ন সামরিক অস্ত্রের। প্রকাশ্যে এসেছে এমনই তথ্য।উল্লেখ্য, দুবছর পূর্ণ হবে রাশিয়া ও ইউক্রেনের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের। জারি রয়েছে মৃত্যু মিছিল। এখনও এই যুদ্ধের কোনও রফাসূত্র পাওয়া যায়নি। যুদ্ধের ময়দানে একে ওপরকে একচুল জমি ছাড়তে নারাজ দুদেশই। চলতি বছরে জানুয়ারির শুরুতেই রাশিয়ায় 'নিষিদ্ধ' ক্লাস্টার বোমা ফেলেছিল ইউক্রেন।বিবিসি সূত্রে খবর, পশ্চিমি দুনিয়ার বেশ কয়েকজন আধিকারিক দাবি করেছেন, রণক্ষেত্রে অস্ত্রের জোগান দিতে হিমশিম খাচ্ছে রাশিয়া। তাঁদের বক্তব্য, " বর্তমানে রাশিয়ার দেশীয় গোলাবারুদ উৎপাদন ধাক্কা খাচ্ছে। অপর্যাপ্ত উৎপাদনের কারণে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের জন্য বিকল্প উৎস খোঁজা হচ্ছে। যা দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ নয়।" এর পিছনে কারণ হিসাবে রুশ প্রশাসনের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাগুলোকেও উল্লেখ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, "নিষেধাজ্ঞাগুলোর কারণে রাশিয়ার সামরিক শিল্প ব্যাপকভাবে মার খাচ্ছে। অস্ত্র উৎপাদনের খরচ বাড়ছে। পুরনো সিস্টেম পালটে নতুন সংযোজন করা যাচ্ছে না। ফলে মান পড়তে শুরু করেছে যুদ্ধাস্ত্রের।" গত মাসেই রাশিয়ার মিসাইল কারখানা পরিদর্শনে যান রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু। মনে করা হচ্ছে, উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার অস্ত্র চুক্তির অন্যতম কারণ হচ্ছে এই যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনের ঘাটতি। উল্লেখ্য, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে রুশ সফরে গিয়েছিলেন উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম জং উন । বৈঠক করেছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে। যুদ্ধের ময়দানে মস্কোকে নিঃশর্তভাবে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন কিম। তখন থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছিল, ইউক্রেন যুদ্ধ আবহে দুই দেশের মধ্যে অস্ত্র চুক্তি হয়েছে। এর পর প্রায় হাজারের উপর সামরিক অস্ত্র বোঝাই কন্টেনার পিয়ংইয়ং থেকে মস্কোতে গিয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়েছিল আমেরিকা। চলতি বছরের জানুয়ারিতেই পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন উত্তর কোরিয়ার বিদেশমন্ত্রী শোই সন হুই। ফলে কিমের দেশের থেকে অস্ত্র নেওয়ার বিষয়টি আরও জোরাল হয়ে ওঠে।

১-ম পাতার পর

## সুকান্তকে আটক করল পুলিশ, সন্দেশখালি থানার সামনে থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হল

ধারা জারি করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই পুলিশ সুকান্ত মজুমদারকে অবস্থানে আর বসতে দেয়নি। সন্দেশখালিকাণ্ডে ধৃত বিকাশ সিংহের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে থানায় গেছিলেন সুকান্ত। কিন্তু তাঁকে থানার ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। এরপরই তিনি রাস্তায় অবস্থানে বসে পড়েন। হুঁশিয়ারি দেন, শাহজাহান গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত তিনি অবস্থান চালিয়ে যাবেন। যদি দরকার পড়ে তাহলে রাতভর বিক্ষোভ চলবে। এরপরই পুলিশ তাঁকে অবস্থান থেকে উঠে যেতে মিনিট পাঁচেকের সময় দেয়। বলা হয়, ১৪৪ ধারা জারি থাকায় তিনি সেখানে বসতে পারবেন না। নির্দেশ শুনেই স্থানীয় বিজেপি কর্মী এবং বাসিন্দারা পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ান। তার মধ্যেই সুকান্তকে আটকে করে নিয়ে যায় পুলিশ।

১-ম পাতার পর

## 'একটা অফিসারের জন্য সরকারের মুখ পুড়বে কেন?' নবান্নের বৈঠকে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

রিপোর্ট তাঁর চাই।

শিক্ষক নিয়োগ নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভের মুখে পড়ে স্কুল শিক্ষা দফতর। "স্কুল শিক্ষা দফতরেরও খামতি আছে।" বিরোধীদের উদ্দেশ্যেও তিনি বলেন, "শিক্ষক নিয়োগই তো করতে দিচ্ছে না। এখানে বিজেপির কয়েকজন বসে আছেন। তারা পিল করছেন আর অ্যান্টাসিড খাচ্ছেন। যখন তোমার হাতে কিছুই নেই, তখন প্যারা টিচারদের নিয়ে কাজ চালাতে হবে।"

১-ম পাতার পর

## সন্দেশখালি সরগরম, গভীর রাতে বাইকে চেপে খুলনা ঘাটের দিকে রাজীব কুমার!

যায় মূলত তিন চারটি জায়গায়। বৃহস্পতিবার সকালেও দেখা গেছে রাস্তায় রাস্তায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশবাহিনী। ধামাখালি থেকে মালঞ্চ অবধি রাস্তা পুলিশ পিকেটে ভর্তি। সন্দেশখালিতে কোনও বড় অপারেশন হতে চলেছে কিনা সে নিয়ে এখন কানাকানি চলছে।মাঝরাতে খুলনা ঘাটের দিকে যেতে দেখা গেছে রাজীব কুমারকে। সেদিকে কেন তিনি গিয়েছিলেন কেউ জানে না। পুলিশের এই অতিসক্রিয় ভূমিকা দেখে কার্যত সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে বাড়ছে চাপানউতর। বড় কিছু কি ঘটতে চলেছে সন্দেশখালিতে, ফিসফাস শুরু হয়েছে।এলাকার নিরাপত্তা খতিয়ে দেখার আগে এডিজি (সাউথ বেঙ্গল) সুপ্রতীম সরকার ও বসিরহাট পুলিশ জেলার এসপি হোসেন মেহেদি রহমানের সঙ্গে একপ্রস্ত বৈঠক করেন রাজ্য পুলিশের ডিজি। তারপরই কখনও নদীপথে লঞ্চে করে, কখনও টোটোয় চেপে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন রাজীব কুমার। বুধবার দুপুরে ধামাখালি থেকে লঞ্চে করে সন্দেশখালিতে পৌঁছন ডিজি-সহ পদস্থ পুলিশ কর্তারা। নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলার প্রতি মানুষের আস্থা ফেরাতেও ডিজির এই সফর বলে জানা গেছে। জানা গেছে, গতকাল গভীর রাত অবধি বাইক নিয়ে সন্দেশখালির আনাচ কানাচে ঘুরেছেন রাজীব কুমার। খুলনা ঘাটের দিকেও নাকি যেতে দেখা গেছে তাঁকে।গত ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে উত্তপ্ত সন্দেশখালি। এই প্রথম সেই এলাকায় গেলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি। সন্দেশখালিতে গিয়ে প্রথমেই থানায় চলে যান ডিজি। ইতিমধ্যেই নবান্ন ১০ পুলিশকর্তার একটি টিম তৈরি করে দিয়েছে। তাঁরাও গ্রামে গ্রামে ঘুরে অভিযোগ নিচ্ছেন।

২ পাতার পর

## অ্যাকশন গ্রাউন্ড জিরোয়! এবার সন্দেশখালি যাচ্ছেন অভিষেক, হবে বিরাট সভা

হাতে গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূল নেতা উত্তম ও শিবু। তবে এখনও পর্যন্ত শাহজাহানের টিকির নাগাল পায়নি পুলিশ। সন্দেশখালিকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত শাহজাহান এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এদিকে সন্দেশখালি ইস্যুকে হাতিয়ার করে ময়দানে নেমেছে বিজেপি। তবে সন্দেশখালি নিয়ে বিজেপি যেভাবে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াচ্ছিল তার কিছুটা হলেও ম্লান হয়েছে 'খালিস্তানি' মন্তব্যের জেরে। এই আবহেই এবার সন্দেশখালি যেতে চলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা ভোটের আগে কিভাবে অভিষেক ড্যামেজ কন্টোল করে সেই দিকে নজর থাকবে সকলের। এদিকে অভিষেককের সন্দেশখালি সফর নিয়ে তোপ দেগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এই সভার একমাত্র উদ্দেশ্য শেখ শাহাজাহানদের রক্ষা করা। শেখ শাহাজাহানকে যদি রক্ষা করা যায়, তাহলে আগামী লোকসভা ভোটে তৃণমূলকে ভোট লুঠ করতে সাহায্য করবে'।

২ পাতার পর

## সন্দেশখালি থেকে সোজা নবান্নে পৌঁছে গিয়েছে রাজ্যপুলিশের ডিজি রাজীব কুমার

দাবি করা হয়েছিল বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছেন সন্দেশখালির বাঘ। কিন্তু তারপরে গ্রামবাসীরা দাবি করেন তিনি সন্দেশখালিতেই রয়েছেন। শাহজাহানের অনুগামীরা প্রকাশ্যে দাবি করেছিলেন সন্দেশখালির বাঘ সন্দেশখালিতেই রয়েছে। সময় হলেই তিনি বেরিয়ে আসবেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ৫২ সংখ্যা ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ শুক্রবার ১০ ফাল্গুন, ১৪৩০

## ২ অপরাধীকে স্টেডিয়াম ভর্তি জনতার সামনে গুলি করে হত্যা করল তালিবান

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** তালিবানের হাতে আফগানিস্তান আছে আফগানিস্তানেই। নারীদের চাকরি, উচ্চশিক্ষায় বাধাদান, কঠোর পোশাক বিধি, এসব তো আছেই, তাদের আগের জমানার সাজা প্রদানের নিষ্ঠুরতাকে পুনর্বহাল করেছে তালিবান প্রশাসন। প্রশাসন শুধু জানিয়েছে, শীর্ষ তালিবান প্রশাসক হেফাতুল্লা আখুন্দাজা দুই আসামীকে মৃত্যু দণ্ড দেন। অপরাধীদের পরিবার এবং স্থানীয় ধর্মীয় নেতারা প্রাণে না মারার আর্জি জানালেও তা মঞ্জুর হয়নি। ২০২১-এ আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনী আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করলে তালিবান ফের ক্ষমতা দখল করে। আগের জমানায় তালিবানরা বহু বিদেশিকেও প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করেছে। সেই তালিকায় আছেন এক মার্কিন সাংবাদিকও। তাঁকে অপহরণ করার পর গুলি করে হত্যা করা হয়। দু'জনকেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সেই সাজা কার্যকরের আগে স্থানীয় মানুষকে স্টেডিয়ামে জড়ো হতে বলা হয়েছিল তা প্রত্যক্ষ করার জন্য। হাজার হাজার মানুষের সামনে দুই আসামীকে গুলি করে আফগান পুলিশ। মোট পনেরো রাউন্ড গুলি চালানো হয়। একজনকে আটটি গুলি করা হয়। আর একজনকে সাতটি। এরপর দেহ দুটি অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিয়ে চলে যায় পুলিশ। স্টেডিয়ামে সেই সময় সংবাদসংস্থা এপির একজন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে দক্ষিণ আফগানিস্তানের গজনি শহরের আলি লায়লা এলাকার একটি স্টেডিয়ামে দুই আসামীর সাজা কার্যকর করে তালিবান প্রশাসন।

তিনি আফগান প্রশাসনের কাছ থেকে দুই আসামীর নাম-পরিচয় এবং কী ধরনের অপরাধ করেছিলেন তা জানতে চান। প্রশাসন এই ব্যাপারে মুখ খোলেনি। স্থানীয় মিডিয়াও এই ব্যাপারে কোনও অতিরিক্ত তথ্য দিতে পারেনি।

### সম্পাদকীয়

## আদিবাসী উন্নয়ন বোর্ডকে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ মুখ্যমন্ত্রীর

আদিবাসী উন্নয়ন সংক্রান্ত সব কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার আদিবাসী উন্নয়ন বোর্ডকে দুই কোটি টাকা বরাদ্দ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি বাউড়ি ও বাগদি সম্প্রদায়ের জন্যও টাকা বরাদ্দ করেছেন তিনি।

সারি ধর্মকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে রাজ্য সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রকে এই বিষয়ে চিঠি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। লোকসভা ভোটের আগে আদিবাসীদের এই দীর্ঘদিনের দাবিতে সামনে আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে প্রশাসনিক স্তরে বিষয়টি নিয়ে জোর ততপরতা শুরু হয়েছে। আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন বিধায়ককে এই বিষয়ে চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই চিঠিতে সারি ধর্মকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার আদিবাসী সমাজের এই ভাবাবেগকে সম্মান দেয়। ২০২০ সালে আদিবাসীদের এই ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এই চিঠিতে প্রত্যেক বিধায়কদের জানিয়েছেন, আদিবাসী উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার কী কী কাজ করেছে, সেটা যেন ঘরে ঘরে গিয়ে তুলে ধরেন বিধায়করা।

এদিন আদিবাসী সম্প্রদায়ের সব কটি সংগঠনের সঙ্গে নবান্নে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব সহ সরকারের বিভিন্ন আধিকারিকরা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, যেখানে যত আদিবাসীদের জন্য উন্নয়নমূলক প্রকল্প রয়েছে, তা দ্রুত শেষ করতে হবে। দেখতে হবে একজন আদিবাসীও যেন তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত না হন। এদিন আদিবাসী উন্নয়নকে দ্রুত বাস্তবায়িত করার জন্য আর্থিক বরাদ্দের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাউড়ি বোর্ডের জন্য পাঁচ কোটি টাকা, আদিবাসী উন্নয়ন বোর্ডের জন্য দুই কোটি টাকা ও বাগদি বোর্ডের জন্য কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

## সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও। আজকের দিনে যেমন বিভিন্ন কলোনি ও রাস্তার নাম বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও মুনিঋষি কবিদের নাম থাকে। তৎকালীনযুগে দেবী সরস্বতী নামে একটি নদীর বহন করে চলেছিল পৃথিবীর বুকে। আমরা ছোটবেলায় মা-বাবার কাছে থেকে শুনতাম পরীক্ষার খাতায় গোল্লা পাওয়া আর সরস্বতী পুজোর মধ্যে অদ্ভুত একটা যোগ ছিল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# সারা বিশ্বে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের দায়বদ্ধতা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

সাংবাদিকতা বিষয়টির সঙ্গে ইংরেজি 'স্মার্ট' শব্দটা যুক্ত বেশ আদিকাল থেকেই। সাংবাদিক মানেই তাকে স্মার্ট হতে হয়। কেননা তাকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চিন্তার জগতে পরিবর্তন আনতে হয়। হতে হয় প্রগতিশীল। নিজেকে নতুন নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। নতুন দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এককথায় বললে, নতুন যেকোনো বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ থাকা ও তা নিয়ে প্রশ্ন করে যাওয়া এক সাংবাদিকের স্বভাবসুলভ আচরণ। কিন্তু স্মার্ট সাংবাদিকতার যুগে শুধু নতুন তথ্য খুঁজে আনলেই চলছে না, মানুষ নতুন নতুন বিষয় দেখতে চাচ্ছে। অর্থাৎ লেখা সংবাদের থেকে মানুষ দেখতে বেশি পছন্দ করছে। আর এ কারণেই বদলে যাচ্ছে প্রিন্ট পত্রিকা ও সংবাদ ওয়েবসাইটগুলো। প্রিন্ট পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতা থেকে শুরু করে বেশ কিছু পাতায় এখন নিয়মিত দেখা যাচ্ছে 'কিউআর কোড', যেখানে লিখিতি সংবাদটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ভিডিও তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে পাঠকদের জন্য। ওয়েবসাইটগুলোতে যেখানে শুধু ফটোগ্যালারি ছিল, সেই স্থানটি দখল করে নিয়েছে ভিডিও গ্যালারি। অনলাইন সংবাদে যেখানে বেশি বেশি ছবি ব্যবহার করে উপস্থাপন করা হতো, তার বদলে বর্তমানে ভিডিও ও সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এমবেড করে সাজানো হচ্ছে সংবাদ। পাঠকের সঙ্গে আরও বেশি মিথস্ক্রিয়ায় এগিয়ে চলছে গণমাধ্যমগুলো। বর্তমানে একজন সাংবাদিককে একই সঙ্গে ভালো প্রতিবেদক, ভালো সহ-সম্পাদক, ভালো ফটোগ্রাফার, ভালো ভিডিওগ্রাফার এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভিডিও এডিটরের কাজ করতে হচ্ছে। এককথায় বললে 'ওয়ান ম্যান আর্মির মতো 'ওয়ান ম্যান জার্নালিস্ট'। বিদেশে এ ধরনের সাংবাদিকতাকে ব্যাকপ্যাক জার্নালিজম হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

তবে দেশে ও বিদেশে উভয় স্থানে এমন সাংবাদিকদের এখনও বুলিংয়ের শিকার হতে হয় বাকি 'মূলধারার' সাংবাদিকদের কাছে। বাংলাদেশে এমন সাংবাদিকদের পরিচয় হিসেবে বলা হয় 'মোজো' (মোবাইল জার্নালিস্ট), মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার বা অনলাইন রিপোর্টার। অবশ্য ফিল্ড সাংবাদিকতা করতে গিয়ে তাদের নাম হয়ে যায় 'এই মোবাইল'।

এদিকে অনেকেই গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের কাছে নিরপেক্ষতা আশা করেন। কিন্তু বিবেক-বিবেচনা আছে, প্রজ্ঞা আছে; এমন কোনো মানুষ নিরপেক্ষ হতে পারে না। শুধু রোবটের পক্ষেই নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব। একজন সাংবাদিক সমাজের সবচেয়ে সচেতন অংশের সদস্য। তিনি সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য নিজে বুঝবেন; মানুষকে বুঝতে সহায়তা করবেন এবং অবশ্যই তিনি সত্যের পক্ষে, ভালোর পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে থাকবেন। এখানে নিরপেক্ষতার কোনো সুযোগ নেই। আপনার সম্পাদিত পত্রিকা বা গণমাধ্যমই জানান দেবে আপনি কোন পক্ষে। তবে এইসব কথা লেখা যত সহজ, বলা যত সহজ; বাস্তবে ততই কঠিন। তারচেয়ে বড় কথা হলো ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় মাপার কাঠিটা কে ঠিক করবে? আমার কাছে যেটা ভালো, আপনার কাছে তো সেটা ভালো নাও মনে হতে পারে। তবে সম্পাদককে প্রজ্ঞায় সবার চেয়ে আলাদা থাকতে হবে। তার বিবেক-বিবেচনা হতে হবে প্রখর, তার সততা হতে হবে প্রশ্নাতীত। তাকে সাহসী হতে হবে, দায়িত্বশীল হতে হবে। তার প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মীর দায়িত্ব নিতে হবে, ছাপা হওয়া প্রতিটি অক্ষরের দায়িত্ব নিতে হবে। ভুল হতেই পারে। আর ভুল করলে তা শুধরে নেয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। কোনো চাপের কাছেই নতি স্বীকার করা যাবে না। লেখায়, চিন্তায় যেন নির্দোষ কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। ভয় এবং পক্ষপাতের উর্ধ্বে উঠে তাকে ভাবতে হবে। আমি কোনো সম্পাদকের কাছে নিরপেক্ষতা আশা করবো না। তবে আমি আশা করবো, তার চিন্তা বা বিবেক কোনো দলীয় আনুগত্যে আচ্ছন্ন থাকবে না। তার চোখ যেন দুটিই থাকে। সব দলের, সব মতের, সব মানুষের ভুল বা বিচ্যুতি যেন তার চোখে পড়ে।

সম্পাদক হিসেবে হওয়া উচিত পক্ষপাতহীন। আপনি শুধু সত্যটা লিখবেন। একজন সম্পাদকের চোখে যেন সব দলের-মতের ভালো-মন্দ সবটাই চোখে পড়ে। উন্নয়নের পেছনে যদি কোনো দুর্নীতি থাকে, সুশাসনের অভাব, গণতন্ত্রহীনতা, প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার খবরও আপনাকেই লিখতে হবে। তাহলেই আপনি ভালো সম্পাদক, সমাজের দর্পণ।

একটি গণমাধ্যম ততটাই সাহসী, যতটা তার সম্পাদক। একজন সম্পাদককে সবসময় মনে মনে শপথ নিতে হবে, আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব। 'তবে সংবাদপত্রের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আদিযুগে পাথর বা শিলালিপিতেই সংবাদ প্রচার করা হতো। তখন সম্রাট বা শাসকের রাজনৈতিক ঘটনাবলি, যুদ্ধের বিবরণ, প্রজা বা নাগরিকদের প্রতি বার্তা প্রচার করা হতো। হরফ বা মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হয় মধ্যযুগের ১৪৪০-১৪৫০ সালে; ইউরোপের জার্মানিতে। তখন খবর বলতে যুদ্ধ, আজব ও গুজব ছাপা হতো। ১৭০২ সালে প্রথম এক পাতার ইংরেজি দৈনিক 'দ্য ডেইলি কারেন্ট' প্রকাশিত হয় ইংল্যান্ড থেকে। তখন খবর বলতে চটকদার অপরাধ, কেচ্ছা, নিলাম আর নিষেধাজ্ঞা ছাপা হতো। ভারতে প্রথম পত্রিকা বের হয় কলকাতা থেকে ২৯ জানুয়ারি ১৭৮০ সালে। পত্রিকার নাম 'বেঙ্গল গেজেট'। টিকেছিল মাত্র দুই বছর। বাংলায় সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালের ১৪ মে। পত্রিকার নাম 'বাঙ্গাল গেজেট'। প্রকাশক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। এই পত্রিকায় গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হতো সরকারি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, জন্ম-মৃত্যু, বিয়ের খবর। সতীদাহ নিয়ে এ সময় আরো দুটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সাপ্তাহিক সমাচার ও মাসিক দিগদর্শণ। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকার নাম 'জ্যোতি'। বেরিয়েছিল ১৯২১ সালে, চট্টগ্রাম থেকে। দেশ ভাগের পর ১৯৪৭ সালের ১৮ আগস্ট তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম পত্রিকা বেরোয় চট্টগ্রাম থেকে। নাম 'পয়গাম'। ঢাকা থেকে বের হতো জিন্দেগি, সপ্তাহে মাত্র দুটি সংখ্যা। মাওলানা আকরাম খাঁর সম্পাদনায় 'আজাদ' কলকাতা থেকে বেরিয়েছিল ১৯৩৬ সালে। পত্রিকাটি ঢাকায় আসে ১৯৪৮ সালে। ১৯৪৯ সালে বের হয় ও দ্য পাকিস্তান অবজারভার' ও 'দৈনিক সংবাদ'। পরে দৈনিক পাকিস্তান হয়ে যায় দৈনিক বাংলা। ১৯৬৪ সালে আসে পূর্বদেশ, মর্নিং নিউজ। ১৯৭২ সালে সরকারি মালিকানাধীন সাপ্তাহিক বিচিত্রা।

সংবাদপত্র যে প্রকৃত পক্ষে 'ফোর্থ স্টেট' এ ধারণাটিও মূলত শতাব্দী পুরনো। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গ্যালারিতে উপস্থিত সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের লক্ষ করে রাষ্ট্র কাঠামোতে সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা বোঝাতে এডমন্ড বার্ক বলেছিলেন, তারা এই রাষ্ট্রের 'ফোর্থ স্টেট'। তাই চলমান জীবনে সংবাদপত্রের গুরুত্ব অপরিহার্য। সংবাদপত্র পৃথিবীকে মানুষের মুঠোর মধ্যে দিয়েছে। স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব, জাতীয় স্বার্থ, মানবাধিকার উন্নয়নে ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে, গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ভূমিকার বিষয়টি আমরা আরও বেশি অনুধাবন করতে পেরেছি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে মানুষের অধিকার আদায়ের বিভিন্ন সংগ্রামের পাশাপাশি রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে। দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

# সিনেমার খবর

## কলকাতায় শাকিব খান প্রসঙ্গে যা বললেন বুবলী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রকাশ্যে এলো ঢাকাই ছবির জনপ্রিয় নায়িকা বুবলী অভিনীত কলকাতার (টলিউড) প্রথম ছবি ওফ্ল্যাশব্যাক্সর টিজার। শনিবার বিকালে কলকাতায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে টিজারটি প্রকাশ করা হয়, যেখানে বুবলীসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

টিজার প্রকাশনা অনুষ্ঠান শেষে বুবলী কথা বলেছেন ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে। সেখানে উঠে এসেছে ঢাকাই চলচ্চিত্রের শীর্ষনায়ক শাকিব খানের প্রসঙ্গ। বুবলী জানিয়েছেন, তার কাজে সব সময় শাকিব খানের শুভকামনা ও ভালোবাসা থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম টলিউড ফোকাস কলকাতা বুবলীর কাছে জানতে চায় কলকাতায় প্রথম সিনেমায় অভিনয়ের আগে শাকিব থেকে কোনো পরামর্শ বা উপদেশ তিনি নিয়েছেন কি না। প্রশ্নের উত্তরে বুবলী বলেন, 'আসলে তার শুভকামনা ও ভালোবাসা অবশ্যই সব সময় থাকে। কারণ ক্যারিয়ার শুরু হয়েছে তার হাত ধরে। ওনার মাধ্যমেই আমার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পথচলা শুরু। তো তিনি অনেক কিছুই আমাকে দেখিয়েছেন শিখিয়েছেন। আমি টানা পাঁচ বছর তার সঙ্গেই তো কাজ করেছি, আর এখন তো পরিবারের অংশ। তাই সেখান থেকে শুভকামনা ও ভালোবাসা সব সময়ই থাকে।'

শাকিব খান সিনেমার পোস্টার আর টিজার দেখেছেন প্রশ্নে বুবলীর উত্তর, 'টিজার তো মাত্রই রিলিজ হলো, তিনি পোস্টার দেখেছেন এবং তিনি ভীষণই পজিটিভ, উনি কাজের ব্যাপারে সব সময় ইতিবাচক থাকেন।'

শাকিব খান এখন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যস্ত আছেন হিমেল আশরাফের পরিচালনায় 'রাজকুমার' সিনেমার শুটিংয়ে। এ ছাড়া ভালোবাসা দিবসে প্রকাশ্যে এসেছে বলিউড অভিনেত্রী সোনাল চৌহানের সঙ্গে তার প্রথম প্যান ইন্ডিয়া সিনেমা 'দরদ' এর ফার্স্টলুক পোস্টার। যা বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। শাকিবকে নিয়েও তাই বুবলী জানিয়েছেন শুভকামনা। তার কথায়, আমিও শাকিব খানের দরদ-এর পোস্টার দেখেছি, খুবই ভালো হয়েছে। আর এখন তো তিনি যুক্তরাষ্ট্রে রাজকুমারের শুটিং করছেন। ওনারও ব্যাক টু ব্যাক ভালো কাজ আসছে। তার জন্যও অনেক শুভকামনা।

## বলিউড অভিনেতাদের স্ত্রীদের কার কত টাকা?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নানা কারণে সবসময়ই খবরের শিরোনামে থাকেন বলিউডের অভিনেতারা। অভিনেতাদের সঙ্গে মাঝে মধ্যেই উঠে আসে তাদের জীবনসঙ্গীদের নামও। তবে অভিনেতাদের সম্পদ ছাপিয়েও আলাদাভাবে কার স্ত্রী কত টাকার মালিক ভক্তদের জন্য সেটাও একটা আগ্রহের বিষয়।

চলুন আজ জেনে নেয়া যাক বলিউডের পাঁচ অভিনেতার স্ত্রীরা কে কত টাকার মালিক-

সর্বপ্রথম জেনে নিন বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের স্ত্রী গৌরী খানের আর্থিক সম্পদের পরিমাণ। গৌরি কিন্তু অভিনেত্রী নন, তবুও তিনি সব সময়ই খবরের শিরোনামে থাকেন। গৌরী একটি ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং ফার্ম এবং চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিজ এন্টারটেনমেন্টের মালিক। গৌরি সম্প্রতি মুম্বাইয়ে তার প্রথম রেস্তোরাঁ খুলেছেন। তার বিলাসবহুল রেস্তোরাঁর নাম 'তোরি'।

শাহরুখপত্নীর স্ত্রীর সম্পদের পরিমাণ জানলে অবাক হয়ে যাবেন। এর পরিমাণ প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা। এই টাকা কিন্তু তিনি ছবির প্রযোজনার কাজেও বিনিয়োগ করে থাকেন।

অন্যদিকে অক্ষয় কুমারের স্ত্রী টুইঙ্কেল খান্না একসময় জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন। এখন তিনি একজন ব্যবসায়ী এবং লেখক। টুইঙ্কল খান্নার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২৭৪ কোটি টাকা।

আর প্রবীণ বলিউড অভিনেতা জিতেন্দ্রের স্ত্রী শোভা কাপুরের নিজস্ব প্রোডাকশন হাউস রয়েছে। তার মোট সম্পত্তি ২০ কোটি টাকা।

অন্যদিকে অভিনেতা সঞ্জয় কাপুরের স্ত্রী মাহিপা কাপুর একজন জুয়েলারি ডিজাইনার। মাহিপার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১০ কোটি টাকা।

অভিনেতা সুনীল শেঠির স্ত্রী মানা শেঠির নিজস্ব বিলাসবহুল লাইফস্টাইল স্টোর রয়েছে। তিনি একজন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার। তার সম্পদ রয়েছে ১৭ কোটি টাকারও বেশি।

## এআই দিয়ে ভক্তদের চমকে দিলেন অমিতাভ

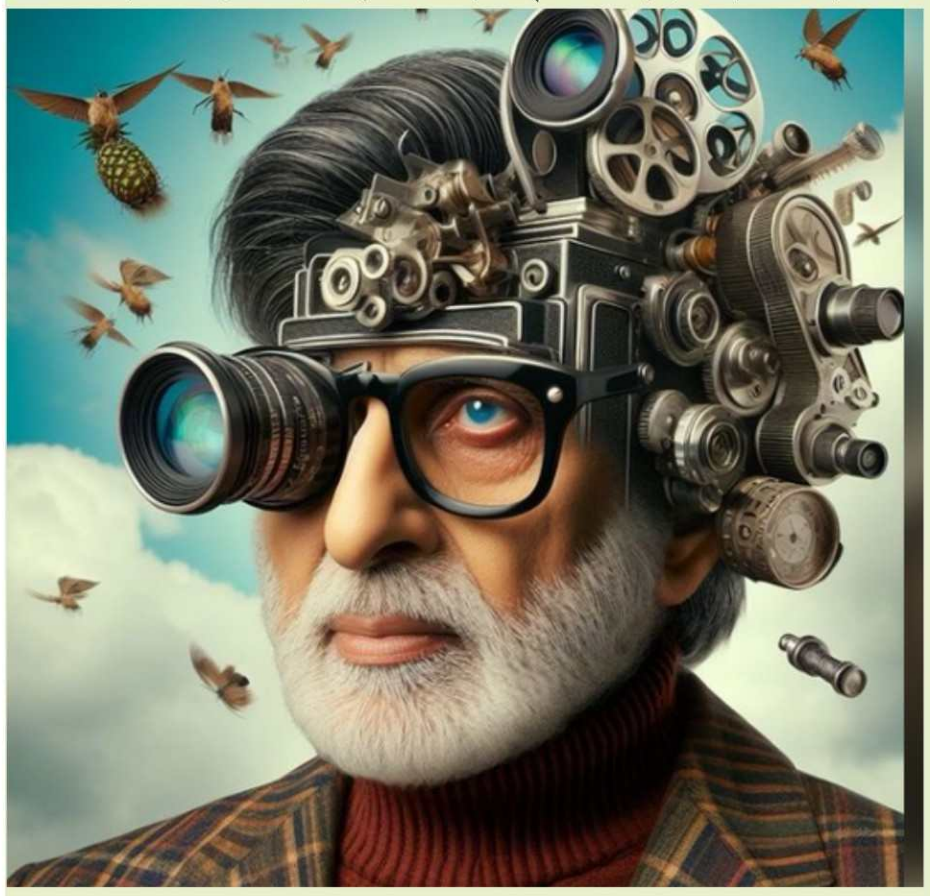

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের দাপুটে অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে চলচ্চিত্রে কাজ করছেন তিনি। ইতোমধ্যে অভিনয়ে জীবনের ৫৫ বসন্ত পার করে ফেলেছেন এই অভিনেতা। উপহার দিয়েছেন অসংখ্য হিট সিনেমা। যা আজও দাগ কেটে আছে অভিনেতার ভক্তদের মনে। এবার এআই দিয়ে রীতিমতো ভক্তদের চমকে দিলেন অমিতাভ।

১৭ ফেব্রুয়ারি নিজের ফিল্মি ক্যারিয়ারের ৫৫ বছর উদযাপন করতে এআইয়ের শরণাপন্ন হয়েছেন অভিনেতা। ইন্সটাগ্রামে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই দিয়ে নিজের তিনটি ছবি বানিয়ে পোস্ট করেছেন তিনি।

এতে দেখা যায়, অমিতাভের মাথায় সিনেমা নির্মাণের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের ভিড়। মূলত এর মাধ্যমে অভিনেতা বোঝালেন, গোটা জীবন ধরে সিনেমাই তার ধ্যানজ্ঞান। তাই সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগও ছাড়লেন না তিনি। যা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ সিনেমাপ্রেমীরাও।

১৯৬৯ সালে অভিনয় 'সাত হিন্দুস্তানি' সিনেমার মাধ্যমে অভিনয় জগতে পা রাখেন অমিতাভ। বিগত পাঁচ দশকে অন্তত ২০০টির বেশি সিনেমায় মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি। শুধু সিনেমাই নয়, বিজ্ঞাপনী জগতটাও বিশাল এই অভিনেতার।

## প্রয়াত দাদার কোলে রণবীর-আলিয়াকন্যা রাহা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রযুক্তি যতই আধুনিক হচ্ছে মানুষের জীবনে এর প্রভাব ততই বাড়ছে। ভালো কিংবা মন্দ দুটোই দেখা গেছে বাস্তব জীবন কিংবা সামাজিক মাধ্যমে। এমনই এক মুহূর্তের সাক্ষী হলো প্রয়াত ঋষি কাপুরের পরিবার। সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন প্রিয় তারকাদের ছবি ভিডিও এডিট করা হয় প্রায়ই। তেমনই এক ফ্যানপেজ থেকে এডিট করা একটি ছবি এখন ভাইরাল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে প্রয়াত অভিনেতা ঋষি কাপুরের কোলে তার নাতনি রাহা। ছবিটি দেখে মনে হচ্ছে, হাসি মুখে নাতনির মুখের দিকে তাকিয়ে ঋষি কাপুর। কোলে নাতনি রাহা। ঋষির পরনে একটি নীল টি-শার্ট, আর প্রিন্টেড ড্রেসে খুদে। এই ছবিটি পোস্ট করা হয়, ক্যাপশনে লেখা হয়, যদি ঋষি আমাদের সঙ্গে আজও থাকতেন... এবং রাহার সঙ্গেও।

এই পোস্ট নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করেন আলিয়া ভাটের মা, অভিনেত্রী সোনি রাজদানও। লেখেন, এটা খুব দুর্দান্ত একটা এডিট। আমাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ধন্যবাদ।

এই পোস্ট দেখে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নীতু কাপুরও। সোনি রাজদানের স্টোরি পুনরায় শেয়ার করে নীতু কাপুর লেখেন, এটা খুবই মিষ্টি। ঋষি কাপুর ২০২০ সালের ৩০ এপ্রিল শেষ মারা যান। ঋষি ও নীতুর ছেলে রণবীর কাপুর ২০২২ সালের ১৪ এপ্রিল বিয়ে করেন আলিয়া ভাটকে। ২০২২ সালের ৬ নভেম্বর তাদের ঘরে রাহার জন্ম হয়।

গত বছরের ডিসেম্বরে বড়দিনের প্রাক্কালে রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট প্রথম তাদের মেয়েকে নিয়ে আসেন সামনে। সেই সময় প্রথম রাহাকে দেখে নেটিজেনদের একাংশ বলেছিলেন, কাপুর পরিবারের মতোই চোখ দুটো রাহার।

## শাহরুখের চেয়ে বেশি বিখ্যাত ছিলাম : জনি লিভার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডে এমন একটা যুগ ছিল যখন সিনেমায় হিরো কে তারচেয়েও বেশি কৌতুহল থাকতো কমেডিয়ান চরিত্রে কে? আর সেই যুগে কমেডি অভিনেতা হিসেবে বলিউডে একচেটিয়াভাবে রাজত্ব করেছেন জনি লিভার। শুধু তাই নয়, সেই যুগে জনি কিং খানের চেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিলেন বলে দাবি করেন।

প্রায় তিন যুগেরও বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে উপহার দিয়েছেন অসংখ্য ব্যবসা সফল ছবি। স্ক্রিনে জনি লিভার মানেই যেন, দর্শকদের প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে। সে কারণেই কিনা ভারতীয় এক গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই অভিনেতা বলেছেন, একসময়ে শাহরুখ খানের চেয়েও বিখ্যাত ছিলেন তিনি।

জনি লিভার জানান, তখনও তারকা হয়ে উঠতে পারেননি শাহরুখ। যখন তাকে আব্বাস মাস্তানের 'বাজিগর' সিনেমায় সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তখন শাহরুখের চেয়ে নাকি অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিলেন তিনি।

অভিনেতা বলেন, ১৯৯১ সালে 'বাজিগর' সিনেমায় একসঙ্গে কাজ শুরু করি আমরা। তার আগে শাহরুখ 'রাজু বান গ্যায়া জেন্টলম্যান' এবং আরও কয়েকটি সিনেমায় কাজ করেছিলেন। কিন্তু আমি তার চেয়ে বেশি বিখ্যাত ছিলাম। লোকজন আমাকে চিনতেন। আমি তখন তারকা ছিলাম। আর শাহরুখ ছিলেন আসন্ন তারকা। তবে আমাদের বোঝাপড়া ছিল দারুণ।

জনি লিভার আরও বলেন, শাহরুখ অ্যাকশন নাচের দৃশ্যে ভালো ছিলেন না। তবে তিনি কঠোর পরিশ্রম করে নিজেকে তৈরি করেছেন। আমি তার মতো এত পরিশ্রমী কাউকে দেখিনি।

শাহরুখকে ঠিক যেমনটা পছন্দ করেন জনি, তেমনি শাহরুখের কাছেও তিনি একজন চমৎকার মানুষ। একসময় শাহরুখ তার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, জনি তার চোখে দেখা শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং অভিনেতা। এমনকি গৌরীর চেয়েও তিনি শাহরুখকে ভালো বোঝেন।

নব্বইয়ের দশক থেকে একসঙ্গে বহু সিনেমায় কাজ করেছেন শাহরুখ-জনি। বলিউড বাদশাহর ক্যারিয়ারের বহু সেরা সিনেমার অংশ ছিলেন তিনি। যে তালিকায় রয়েছে 'বাজিগর', 'কয়লা', 'করণ অর্জুন', 'বাদশা', 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়'র মতো সুপারহিট সিনেমা।

পর্দায় অভিনয়ের বাইরে বাস্তব জীবনেও বেশ ভালো বন্ধুত্ব এই দুই তারকার মাঝে। এখনও বিভিন্ন সিনেমায় একসঙ্গে স্ক্রিনশেয়ার করতে দেখা যায় দুজনকে।

# চলে গেলেন কিংবদন্তি প্রোটিয়া অলরাউন্ডার

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি অলরাউন্ডার ও কোচ মাইক প্রক্টর মারা গেছেন। ডারবানে বাড়ির কাছেই একটি হাসপাতালে শনিবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) হার্টের অস্ত্রোপচারকালীন জটিলতার পর নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে তার মৃত্যু হয়। তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। প্রক্টরকে মনে করা হয় সর্বকালের সেরা পেস বোলিং অলরাউন্ডারদের একজন। খেলোয়াড়ি জীবন শেষে কোচ হিসেবে তিনি আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটে। পরে কাজ করেছেন আইসিসি ম্যাচ রেফারি হিসেবেও। ম্যাচ রেফারি হিসেবে তিনি কাজ করে গেছেন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেও। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রক্টরের সেরাটা দেখতে পায়নি বর্ণবাদের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা নিষিদ্ধ থাকায়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ৭টি টেস্ট খেলতে পেরেছেন তিনি। সবকটিই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। এর ৬টিতে জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা, একটি হয়েছিল ড্র। ওই ৭ টেস্টেই মাত্র ১৫.০২ গড়ে ৪১ উইকেট নিয়ে নিজের সম্ভাবনার জানান দিয়েছিলেন প্রক্টর। বর্ণবৈষম্যের কারণে ১৯৭০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিষিদ্ধ করে আইসিসি। যা পরবর্তী ২১ বছর। তাতে প্রক্টরসহ গ্রায়েম পোলক, ব্যারি রিচার্ডস, এডি বার্লোর মতো ক্রিকেটাররা নিজেদেরকে আর মেলে ধরতে পারেননি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। প্রক্টর ছিলেন দুর্দান্ত সিম ও সুইং বোলার। দারুণ গতিময়ও ছিলেন। তার বোলিং অ্যাকশনও নজর কাড়ত প্রথম দেখাতেই। 'চেস্ট-অন' অ্যাকশনে বল হাতে ছুটে এসে ডেলিভারি স্ট্রাইডে একটু দ্রুতই বল ছেড়ে দিতে তিনি, যেটি পরে বিখ্যাত হয়ে যায় 'রং ফুটেড' অ্যাকশন হিসেবে। বোলিং ক্রিজের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল কাজে লাগিয়ে ব্যাটসম্যানদের বিপাকে ফেলতেও তার জুড়ি ছিল না। ব্যাট হাতেও তিনি ছিলেন আগ্রাসী, দাপুটে ও কার্যকর। মাত্র ৭টি টেস্ট খেলতে পারার পরও কেন তাকে সর্বকালের সেরাদের একজন মনে করা হয়, সেটি কিছুটা ফুটে উঠবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তার পরিসংখ্যানে। ৪০১ ম্যাচ খেলে ১ হাজার ৪১৭ উইকেট তার, ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন ৭০ বার, ম্যাচে ১০ উইকেট ১৫ বার। ব্যাট হাতে ৪৮ সেঞ্চুরি ও ১০৯ ফিফটিতে রান করেছেন প্রায় ২২ হাজার, গড় ৩৬.০১। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তার টানা ৬ ইনিংসে সেঞ্চুরি বিশ্বরেকর্ড টিকে আছে এখনও, যে রেকর্ডে তার সঙ্গী সিবি ফ্রাই ও স্যার ডন ব্র্যাডম্যান। লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে ২৭১ ম্যাচে তার রান ৬ হাজার ৬২৪, উইকেট ৩৪৪টি। ক্যারিয়ারের সেই অঙ্কুরেই ১৯৭০ সালে তিনি ছিলেন উইজডেনের বর্ষসেরা ক্রিকেটারদের একজন। দক্ষিণ আফ্রিকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিষিদ্ধ হওয়ার পর ঘরোয়া ক্রিকেটে নাটাল এবং রোডেশিয়ার (এখনকার জিম্বাবুয়ে) হয়ে পারফর্ম করে গেছেন তিনি। তবে নিজের সামর্থ্যের প্রায় সবটুকু দেখিয়ে তিনি আলো ছড়িয়েছেন ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত প্রায় ১৪ মৌসুম খেলেছেন গ্লস্টারশায়ারের হয়ে। তার হাত ধরেই বিংশ শতাব্দিতে প্রথম শিরোপার স্বাদ পেয়েছিল দলটি ১৯৭৩ সালের জিলেট কাপ জিতে। এই কাউন্টি দলটির ইতিহাসের সেরাদের একজন মনে করা হয় তাকে। তাদের হয়ে ২০৯ ম্যাচে ৩২ সেঞ্চুরিতে সাড়ে ১৪ হাজার রান করেছেন তিনি, ১৯.৫৬ গড়ে নিয়েছেন ৮৩৩ উইকেট। সেরা ছিল ৩০ রানে ৮ উইকেট। তার একটি স্মরণীয় পারফরম্যান্স ছিল একদিনের ম্যাচের আসর বেনসন অ্যান্ড হেজেস কাপের সেমি-ফাইনালে ১৯৭৭ সালে, যখন তিনি পাঁচ বলের মধ্যে চার উইকেট নিয়েছিলেন। সেই যুগে কাউন্টিতে সবচেয়ে ভীতি জাগানিয়া বোলারদের একজন ছিলেন তিনি। কাউন্টিতেই তার প্রতিভা আর সামর্থ্যের ভালো বিজ্ঞাপন দেখেছেন সেসময়ের বিশ্ব ক্রিকেটের বড় তারকারা, যারা তাকে সর্বকালের সেরাদের কাতারেই রাখেন। তার সম্মানে গ্লস্টারশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাবে পতাকা অর্ধনমিত থাকবে আগামী কাউন্টি মৌসুম শুরুর আগ পর্যন্ত (৫ এপ্রিল)

১৯৯১ সালে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর তিনিই দক্ষিণ আফ্রিকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার সময় প্রক্টর পান কোচের দায়িত্ব। তার কোচিংয়েই চমকপ্রদ ক্রিকেট খেলে ১৯৯২ বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনালে উঠে যায় প্রোটিয়ারা। সেখানে তারা বাদ পড়ে যায় সেই সময়কার বিতর্কিত বৃষ্টি আইনে। পরে ২০০২ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত আইসিসির ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পালন করেন ৪৭ টেস্ট, ১৬২ ওয়ানডে ও ১৫ টি-টোয়েন্টিতে। দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাচক কমিটির প্রধান হিসেবেও কাজ করেন তিনি কিছুদিন।

# বদলি নেমে এমবাপ্পের চমক

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** ফরাসি লিগ ওয়ানের ম্যাচে গতকাল নঁতেকে ২-০ গোলে হারিয়েছে পিএসজি। এদিন মাঠে নামলেও শুরুর একাদশে ছিলেন না ফরাসি ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপ্পে। তবে বদলি নেমে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিলেন তিনি। পেনাল্টি থেকে করা তার গোলেই শিরোপার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা।

এদিন দ্বিতীয়ার্ধে লুকাস হার্নান্দেসের গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি। এরপর পেনাল্টি জিতে নেন এমবাপ্পে এবং তা থেকে গোল আদায় করে নেন। এই জয়ে ১৪ পয়েন্টের ব্যবধান নিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল লুইস এনরিকের দল।

আগামী গ্রীষ্মেই পিএসজির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে এমবাপ্পের। তার আগেই অবশ্য ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন তিনি। তার সম্ভাব্য গন্তব্য রিয়াল মাদ্রিদ। যে ক্লাবে পাড়ি জমানোর গুঞ্জন চলছে গত কয়েক বছর ধরেই। তবে যাওয়ার আগে পিএসজিকে শিরোপা জেতানোর পথেই আছেন তিনি। কিছুদিন আগে রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে গোলের দেখা পেয়েছিলেন এমবাপ্পে। ইউরোপের শীর্ষ প্রতিযোগিতার নতুন মৌসুমে যা তার চতুর্থ গোল। আর ঘরোয়া লিগে এ মৌসুমে এখন পর্যন্ত গোল করেছেন ২১টি।

# ১৬ বছর বয়সেই
## নজর কাড়লেন ব্রাজিলের 'মেসি'

**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন :** তরুণ উদীয়মান ফুটবলারদের তারকাদের নামে নামকরণ এখন আর নতুন কিছু নয়। খেলার ধরনের ওপর ভিত্তি করেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই নামকরণ করা হয়। লিওনেল মেসির সঙ্গে খেলার ধরনের মিল থাকায় ব্রাজিলের উদীয়মান তারকা এস্তেভাও উইলিয়ানকে ডাকা হয় নতুন মেসি নামে।

মাত্র ১৬ বছর বয়সেই বেশ আলো কেড়েছেন উইলিয়ান। ইতোমধ্যে তার ওপর নজর রাখতে শুরু করেছে ইউরোপের হেভিওয়েট ক্লাবগুলো। তরুণ বয়সেই তাকে তুলনা করা হচ্ছে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি মেসির সঙ্গে। তবে শুধু খেলার ধরনেই নয়, মেসির সঙ্গে পছন্দেরও মিল রয়েছে তরুণের।

লিওনেল মেসির সাবেক ক্লাব বার্সেলোনাতে নাম লেখাতে চান এস্তেভাও উইলিয়ান। নিজের স্বপ্নের ক্লাব বার্সেলোনাকে বিশ্বের সেরা ক্লাব হিসেবেও অভিহিত করেছেন তিনি। তরুণ এই ফুটবলার বলেছেন, আমার স্বপ্ন বার্সেলোনায় খেলা, এটা বিশ্বের সেরা ক্লাব। আমি মেসি, নেইমার এবং লুইস সুয়ারেজের খেলা দেখে বড় হয়েছি।

ব্রাজিলের ক্লাব ক্রুজেইরোতে বয়সভিত্তিক ফুটবলের হাতেখড়ি হয় উইলিয়ানের। সেখানেই মূলত 'মেসিনিও' হিসেবে পরিচিতি পায় এই উদীয়মান ফুটবলার। চার বছর এই ক্লাবে কাটিয়ে চলে আসেন পালমেইরাসে। এই ক্লাবের বয়সভিত্তিক দলে খেলে নিজেকে আরও পরিণত করে গড়ে তুলছে উইলিয়ান।

সাম্প্রতিক সময়ে ফুটবলার তৈরির জন্য পালমেইরাস অবশ্য বেশ আলোচিত নাম। ক'দিন আগে এ ক্লাব থেকে রিয়ালে যাওয়ার কথা পাকা করেছেন আরেক ব্রাজিলিয়ান কিশোর এনদ্রিক। আগামী জুনে ১৮ পূর্ণ করার পর রিয়ালে আনুষ্ঠানিকভাবে নাম লেখাবেন এই ব্রাজিলিয়ান।

এনদ্রিকের মতো উইলিয়ানকেও ইউরোপিয়ান কোনো পরাশক্তির কাছে পাঠাতে পারলে অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক লাভবান হবে পালমেইরাস। আর সেটা খুব একটা কঠিন হওয়ার কথা না। কারণ মাঠে উইলিয়ানের সাফল্যের চিত্রটা দারুণ রোমাঞ্চকর। ২০২১ সাল থেকে পালমেইরাসের বয়সভিত্তিক দলের হয়ে ৮টি শিরোপা জিতেছেন মেসিনিওখ্যাত ফুটবলার। এর মধ্যে বয়সভিত্তিক দলের একটি টুর্নামেন্টের ফাইনালে সাও পাওলোর বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেও সবার নজর কেড়েছে ১৬ বছর বয়সী এই উদীয়মান তারকা।

বয়সভিত্তিক দলে আলো কেড়ে ১৬ বছরেই পালমেইরাসের মূল দলে জায়গা করে নিয়েছেন উইলিয়ান। গত বছর ব্রাজিলিয়ান সিরিঞ্জর শেষ ম্যাচে সাবেক ক্লাব ক্রুজেইরোর বিপক্ষে মাঠে নেমে অভিষেক হয় তার। যা তাকে ক্লাবটির কম বয়সী খেলোয়াড়দের তালিকায় ৪ নম্বরে জায়গা করে দিয়েছে।

# লেভার শেষ মুহূর্তের পেনাল্টিতে
## স্বস্তির জয় বার্সার

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** স্প্যানিশ লা লিগায় কষ্টার্জিত এক জয় তুলে নিয়েছে বার্সেলোনা। অতিরিক্ত সময়ের শেষ মিনিটের পেনাল্টিতে সেল্টা ভিগোর মাঠ থেকে জয় নিয়ে ফিরেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেভান্ডোভস্কির জোড়া গোলে মূল্যবান তিন পয়েন্ট পেয়েছে জাভি হার্নান্দেজের দল। শনিবার আবানকা বালাইদোস স্টেডিয়ামে সেল্টা ভিগোকে ২-১ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা। বার্সার হয়ে জোড়া গোল করেন রবার্ট লেভান্ডোভস্কি।

সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে শনিবার ম্যাচের নির্ধারিত সময়ে বার্সেলোনার স্কোর লাইন ছিল ১-১। যে কারণে ম্যাচটি ড্র হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে লামিনে ইয়ামাল ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় বার্সেলোনা। ম্যাচ জিতে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু লেভান্ডোভস্কি সেটা কাজে লাগাতে পারেননি। তার নেয়া শট সেল্টা গোল রক্ষক ভিসেন্তে গুইতা দুর্দান্ত দক্ষতায় আটকিয়ে দেন।

নাটকীয়তার শুরু এখানেই। সেল্টা ভিগো গোলকিপার যখন নিশ্চিত গোল প্রতিহত করার উচ্ছ্বাসে ভাসছেন, তখনই রেফারির কানে যায় ভিএআরের বার্তা। পরে রিপ্লে দেখে নিশ্চিত হওয়া যায় লেভার শট নেওয়ার আগেই লাইন ছেড়ে বেরিয়েছিলেন গোলকিপার। আবারও পেনাল্টির সুযোগ বার্সেলোনা। এবার আর মিস করেননি পোলিশ তারকা।

এর আগে ম্যাচের প্রথমার্ধে শেষ দিকে ৪৫ মিনিটে বার্সাকে এগিয়ে দেন লেভাই। যা বিরতির পর মাঠে নেমে দুই মিনিটের ভেতরেই শোধ দিয়ে দেন ইগো আসপাস। ২৫ ম্যাচ শেষে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে বার্সেলোনা এখন লিগ টেবিলের তিনে। ২৪ ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে জিরোনা। সমান ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে রিয়াল মাদ্রিদ।

# গ্যাভিকে দলে ভেড়াতে চায় পিএসজি

**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন :** কিলিয়ান এমবাপে ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা দেওয়ার পর পরই কয়েকজন বড় তারকাকে দলে ভেড়ানোর পরিকল্পনা করেছন পিএসজি সভাপতি নাসের আল খেলাইফি। ফরাসি তারকার অভাব পূরণের পাশাপাশি মিডফিল্ডের শক্তি বৃদ্ধির জন্য বার্সেলোনার গ্যাভিকে দলে ভেড়ানোর জোরালো আগ্রহ প্রকাশ করেছে ফ্রেঞ্চ ক্লাবটি। স্প্যানিশ এই তরুণ মিডফিল্ডারের প্রতি আগ্রহের খবরে পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বার্সেলোনা কিংবদন্তী ও বর্তমান কোচ জাভি হার্নান্দেজ। তাকে বার্সার ভবিষ্যত অধিনায়ক আখ্যায়িত করে ক্লাব না ছাড়ার কথা বলেছেন কাতালানদের কোচ।

শুক্রবারে একটি প্রেস কনফারেন্সে গ্যাভির প্রতি পিএসজির আগ্রহ প্রসঙ্গে জাভি বলেন, "গ্যাভিকে অবশ্যই বার্সেলোনায় থাকতে হবে। সে একজন কিউল। আমার মতে সে বার্সেলোনার ভবিষ্যত অধিনায়ক, তাকেই সামনে ক্লাবের হাল ধরতে হবে। এর কোন সমাধান নেই। যতই খেলোয়াড় বিক্রির কথা বলা হোক না কেন, গ্যাভি কে বিক্রি করা মোটেই উচিত হবে না।"

স্প্যানিশ এই তরুণ মিডফিল্ডার বার্সার হয়ে চলতি মৌসুমে ১৫ টি ম্যাচ খেলেছে। গত নভেম্বরে গুরুতর লিগামেন্ট ইনজুরিতে পড়ে পুরো সিজনের জন্য মাঠের বাইরে চলে যায় তরুণ এই প্রতিভাবান ফুটবলার।

বার্সেলোনার মূল দলে অভিষেকের পরপরই মিডফিল্ডে আলো ছড়াতে শুরু করেছিলেন গ্যাভি। নিয়মিত পারফর্ম করায় কোচের মনোযোগ আকর্ষণ করে দলের মধ্যভাগের অন্যতম খেলোয়াড়ে পরিণত হয়েছেন ১৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার।

গত গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফারে বার্সেলোনা থেকে উসমান ডেম্বেলে কে সাইন করানোর পর এবারো বার্সেলোনার মিডফিল্ডে নজর দিয়েছে ফরাসী চ্যাম্পিয়নরা। গ্যাভির পাশাপাশি বার্সেলোনার মিডফিল্ডের আরেক মধ্যমণি ফ্রাংকি ডি ইয়ংয়েরও ক্লাব ছাড়ার রিউমার শোনা যাচ্ছে।

ডি ইয়ংয়ের ব্যাপারে কোচ জাভি স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। তার ভাষ্যমতে ডি ইয়ংয়ের ব্যাপারে কথা বলার জন্য এটা সঠিক সময় না। সিজন শেষে এই ব্যাপারে কথা বলতে মিটিংয়ে বসবে ক্লাব এবং ডি ইয়ং।

# ফিরেই রেকর্ডের পাতায় সালাহ

**স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন :** ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে লিভারপুলের ম্যাচটির অন্যতম আকর্ষণ ছিল মোহামেদ সালাহর ফেরা। জাতীয় দলের খেলা এবং চোট কাটিয়ে প্রায় ৬ সপ্তাহ পর লিভারপুলের হয়ে এদিন মাঠে নামেন তিনি। ম্যাচটি গোল-অ্যাসিস্টে রাঙিয়েছেন মিসরীয় তারকা। তার সঙ্গে নুনেজ, ম্যাক অ্যালিস্টার ও কোডি গ্যাকপোর গোলে ব্রেন্টফোর্ডকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে লিভারপুল। মিসরের হয়ে আফ্রিকান কাপ অব নেশন্স খেলতে নেমে চোটে পড়েছিলেন সালাহ। এর পর চোট পরিচর্যা শেষে ফিরলেন অলরেড জার্সিতে।

যদিও ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে আজ প্রথম একাদশে ছিলেন না সালাহ। ম্যাচের ৪৪ মিনিটে জোটার চোটে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন মিসরীয় তারকা। এর আগেই ম্যাচের ৩৫ মিনিটে লিভারপুলকে লিড এনে দেন ডারউইন নুনেজ। চলতি আসরে উরুগুয়ের দীর্ঘদেহী স্ট্রাইকারের এটি নবম গোল। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগে গোল পেতে পারতেন সালাহ। কিন্তু বল নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারায় হাতছাড়া হয় সেই সুযোগ।

দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ধার যেন আরও বাড়ে অলরেডদের। ১০ মিনিটের মাথায় সালাহর চোখ ধাঁধানো পাসে ব্যবধান বাড়ান আর্জেন্টাইন বিশ্বকাপজয়ী তারকা ম্যাক অ্যালিস্টার। ৬৮ মিনিটে অলরেডদের স্কোরলাইন ৩-০ করেন সালাহ। এই গোল করেই ইতিহাসের পাতায় নাম লেখান মিসরীয় এই তারকা। এ নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে ৩০টি ম্যাচে গোল ও অ্যাসিস্টু দুটিই করলেন সালাহ। তার সামনে আছেন অ্যালান শিয়ারার (৩১), থিয়েরি অঁরি (৩২) ও ওয়েইন রুনি (৩৬)।

তিন গোল খেয়ে একটি শোধ দেয় ব্রেন্টফোর্ড। তবে ৮৬ মিনিটে লুইস দিয়াজের অ্যাসিস্টে গ্যাকপো গোল উৎসবে যোগ দিলে অলরেডদের স্কোর হয় ৪-১। এই জয়ে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকায় লিভারপুলের শীর্ষস্থান আরও মজবুত হলো। ২৫ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে লিভারপুলই এখন সবার ওপরে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১

■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR